21-10-36

-ইষ্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর-

সোনার সংসার

মেগাফোন রেকর্ড

পূজার অবকাশ আনন্দ-মুখর করিতে হইলে একসেট
রেকর্ড-নাট্যের বিশেষ প্রয়োজন

প্রযোজক দুর্গাদাস — MEGAPHONE CALCUTTA — সুরশিল্পী ভীষ্মদেব

৭ খানি রেকর্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ১৫৲

১। মানময়ী গার্লস স্কুল	৮। কালাপাহাড়
২। কর্ণার্জ্জুন	৯। সীতাহরণ
৩। ফুল্লরা	১০। সিন্ধুবধ
৪। খণা	১১। শকুন্তলা
৫। কংসবধ	১২। রামপ্রসাদ
৬। ভোট ভণ্ডুল	১৩। পজার দাবী
৭। মেঘনাদবধ	১৪। বভ্রুবাহন

শ্রীদুর্গা

মেগাফোন রেকর্ড নাট্যের সাফল্যের কথা সর্ব্ব-জন-বিদিত। যে কোন একখানি নাটক নিকটস্থ ডিলারের বিনট শ্রবন করিলে পরিতৃপ্ত হইবেন।

মেগাফোন ঃ ঃ কলিকাতা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর প্রচার-বিভাগ হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং পরিকল্পিত। ১৬-১-এ বিডন ষ্ট্রীট হইতে, শ্রীবৈদ্যনাথ নান কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ১১নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে শ্রীঅমিয় দে দ্বারা মালটিকলার প্রিন্টিং এণ্ড প্রেসেস ওয়ার্কসে মুদ্রিত।

ষ্টিল ফটোঃ বিশ্বনাথ ধর

অঙ্কন-শিল্পীঃ মহম্মদ জান

বি, এল, খেমকা

বি, এল, খেমকার নিবেদন—

বাণী-চিত্রে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর

নবতম অর্ঘ্য

সোনার সংসার

কথা ও কাহিনী এবং পরিচালনা
দেবকীকুমার বসু

স্বর-শিল্পী : কৃষ্ণচন্দ্র দে
চিত্র-শিল্পী : শৈলেন বসু
শব্দ-যন্ত্রী : সি, এস, নিগাম

গীত-কার : শৈলেন্দ্র নাথ রায়
ব্যবস্থাপক : গোপালকৃষ্ণ মহরেশ
পট-শিল্পী : বটকৃষ্ণ সেন
সম্পাদক : ধরমবীর ও কে, শর্ম্মা।
রসায়নাগার : কুলদা রায় ও
অধ্যক্ষ : সুধীর দে

শুভ-উদ্বোধন
বুধবার, ২১শে অক্টোবর,
উত্তরা
পরিচালক ঃ একজিবিটার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড

ভূমিকা - লিপি

রমা	ছায়া দেবী	স্যার শঙ্করনাথ	অহীন্দ্র চৌধুরী
অলকা	মেনকা	রমেশ	জীবন গঙ্গোপাধ্যায়
বৈষ্ণবী	কমলা (ঝরিয়া)	রঘুনাথ	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
নর্ত্তকী	আঙ্গুরী	পণ্ডিত	তুলসী লাহিড়ী
জমিদার	রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়	অধ্যাপক	রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
নর্ত্তক	রঞ্জিৎ রায়	গো-শকট চালক.....	হীরেন দাস
ডাক্তার	জ্যোৎস্না মিত্র	ইনস্‌পেক্টার	প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়

শিক্ষিত বেকারেরদল

১ম। নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়
২য়। সত্য মুখোপাধ্যায়
৩য়। নবদ্বীপ হালদার
৪র্থ। ভূমেন রায়
৫ম। বিনয় গোস্বামী
৬ষ্ঠ। কার্ত্তিক রায়

রাত্রি আর দিনে আঁকা দু'রঙের সাদাকালো ছকে
সৃষ্টির আনন্দভরা অফুরান প্রাণের পুলকে
নিয়তির চলে পাশাখেলা!
ঘুঁটির বদলে নিয়ে অগণিত মানুষের মেলা।
এ-ঘর ও-ঘর করে' ফেরে ঘুঁটি ছক-আঁকা ফাঁদে
কখন-বা চিকে এসে হেসে দোর বাঁধে,
কেউ মরে, মারে কেউ, দানে দানে আড়ি,
খেলাশেষে একে একে ফিরে আসে বাড়ী!

— ওমর খৈয়াম

অনুবাদক: শ্রীনরেন্দ্র দেব

কল্পনা-প্রবণ স্বামী এবং রহস্য-প্রিয়া স্ত্রী। জীবনের এই শুভ দিনটিতে স্বামী স্ত্রীর মিলনে সোনার সংসার মুখর হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু শেষরাত্রে একটি দারুণ অঘটন ঘটে গেল। নিতান্ত অতর্কিতে রমেশের শোবার ঘরে একদল ডাকাত পড়লো। ডাকাতের আক্রমণে ও নির্দ্দয় প্রহারে রমেশ সংজ্ঞা হারালো। মূর্চ্ছিতা রমাকে নিয়ে চোখের নিমিষে কয়েকজন সরে পড়লো এবং ক্রন্দনরত শিশুটিকে মার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আর এক দুর্ব্বৃত্ত রাত্রের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা ঘটে গেল নিতান্ত ভোজবাজির মত। পাড়া-পড়শী কেউ কিছু জানতে পারলে না।

এই কাণ্ডটা ঘটলো, গ্রামেরই এক পাষণ্ড জমিদারের নির্দ্দেশে ও প্ররোচনায়। অতি ক্রুদ্ধ-স্বভাব এই জমিদার, রমার শ্বশুরের বংশের ওপর তার অনেক দিনের রাগ। আজ সে তার প্রতিশোধ নিলে, রমার সর্ব্বনাশ কোরে'।

পরদিন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হোয়ে, রমেশ নিজেই গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এলো। কিন্তু কোন ফল হোল না।

সেই অনির্দ্দিষ্ট যাত্রা-পথে-প্রথম সে যেখানে আশ্রয় নিল সেই স্থানটির নাম "স্বর্গধাম"। একটি বস্তির বুকে এই স্বর্গের স্থিতি।

ছয়টি অদ্ভুত জীব—এই স্বর্গধামের বাসিন্দা। সকলেই শিক্ষিত এবং নির্ম্মমভাবে বেকার! সসম্মানে সবাই এরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোয়েছে। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের চরম পরীক্ষায় সকলেই বিপন্ন।

সম্প্রতি এরা সাবানের স্বপ্নে মশ্‌গুল্! সকলেরই ধারণা, হয় ত' স্বপ্ন একদিন বাস্তবে পরিণত হবে, সাবানের কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক সকল কষ্টেরই অবসান হ'য়ে যাবে।

মর্ত্যের এই স্বর্গধামের সন্নিকটে, বস্তির আর একপাশে, এক জরাজীর্ণ কুটীরে একটি মেয়ে থাকতো—নাম তার অলকা।

মেনকা ও বীরাজ ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীতে আপনার বোলতে তার কেউ ছিল না। জুয়া খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হোয়ে, অন্তিম কালে মেয়েটিকে পথে বসিয়ে বাপ তার বিদায় নিয়েছে।

একা পড়ে রইল অলকা। ঘর-ভাড়া দেবার সামর্থ্য নেই! দুর্ভাবনায় মন তার অস্থির।

সমবেদনায় রঘুনাথের মন ভরে উঠলো। কিন্তু প্রতিকারের ক্ষমতা তার কতটুকু!

তবু সে অগ্রসর হোল।

বস্তির লাগালাগি, জমিদারের প্রাসাদ। সাময়িক প্রতিকারের আশায় রঘুনাথ গেল জমিদারের সঙ্গে দেখা কোরতে।

বিপুল সম্পত্তির অধিকারী এই জমিদার, সার শঙ্করনাথ—ভগবানের এক অপরূপ সৃষ্টি! বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান। সংসারে কোন অবলম্বন নেই। আছে শুধু অপরিমিত অর্থ।

কঠোরে-কোমলে গড়া তাঁর অন্তর, অতি কল্পনা-প্রবণ অস্থিরচিত্ত এই বৃদ্ধ, সর্ব্বদাই কোন-না-কোন কাল্পনিক ব্যাধির চিন্তায় ক্লিষ্ট। চিকিৎসা-শাস্ত্র মন্থন কোরে, ডাক্তারেরা বিধান দিলেন; বললেন, একটি নার্স রাখুন!

রমা এলো আঠার বছর পরে, সেবা-সদন থেকে সার শঙ্করনাথের পরিচর্য্যা কোরতে। শঙ্করনাথ তার হাতে নিজেকে সমর্পণ কোরলেন।

সোনার সংসার
একটি দৃশ্যে : রঞ্জিৎ রায়, কৃষ্ণধন এবং শ্রীমতী আজুরী

নিয়তির পরিহাস কে খণ্ডন কোরবে !

অলকার দুর্দ্দশার প্রতিকার কামনায়, রঘুনাথ এলো জমিদার ভবনে।

মাতা পুত্রে দেখা হোল.....কিন্তু কেউ কাউকে চিনলে না। তবু, রমার মুখের দিকে তাকিয়ে, রঘুনাথ বিহ্বল হোয়ে পড়লো। কী অপরূপ মাধুর্য্যই না এই মুখখানিতে মাখানো আছে !

নিশ্চল, নির্ব্বাক রঘুনাথ ! তার মুখ থেকে রমার উদ্দেশে শুধু একটি বাণীই উচ্চারিত হোল —"মা" !

ওদিকে সেই বস্তির-ই আশে-পাশে এক ভিক্ষুককে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তার মমতা-ভরা অন্তরভেদী দৃষ্টি, যেন শুধু রঘুনাথকে ঘিরেই তৃপ্তি লাভ করে !

এই হতভাগ্যই সেই রমেশ ! স্ত্রী-পুত্র আশ্রয়-চ্যুত, অবলম্বন-হীন ভিক্ষুক ! সারা দুনিয়া আজ সে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছে—কোথায় যেন কি হারিয়ে গেছে—হয় ত'—তারা আছে, হয় ত' তাদের পাওয়া যাবে !

সার শঙ্করনাথ ধীরে ধীরে রমার অভিশপ্ত জীবনের সমস্ত কাহিনীই জানতে পারলেন। স্নেহ-প্রবণ বৃদ্ধ সেই মুহূর্ত্তে তাঁর কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ দিলেন, যে-কোন প্রকারে হো'ক্, রমার যে সর্ব্বনাশ কোরেছে, সেই দুর্ব্বৃত্ত জমিদারের সমস্ত জমিদারী অর্থের বিনিময়ে গ্রাস করা চাই !

ইতিমধ্যে বস্তির সেই "স্বর্গধামে" আর একটি দুর্ঘটনা ঘটলো। হঠাৎ কলেরার প্রাদুর্ভাবে বস্তিবাসীরা শঙ্কিত হোয়ে পড়লো।

সার শঙ্করনাথ, সকলকে সেই মুহূর্ত্তে বাস্তি ছাড়বার জন্যে নোটীশ দিলেন। সেই রাত্রেই, হতভাগ্য রমেশ বাস্তির সেই গলির পথে এসে মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়লো—তার শরীর ও মন দুইই তাকে আর বইতে পারছিল না।

রঘুনাথ ছুটলো সার শঙ্করনাথের বাড়ীতে সাহায্যের জন্য। রমা এলো সাহায্য কোরতে।

মূর্চ্ছিত পথিককে কোলে তুলে নিয়ে সেবা কোরতে গিয়ে সে দেখলে—পথিক তা'র স্বামী ! সেই দণ্ডে চিকিৎসার জন্যে তাকে শঙ্করনাথের ভবনে স্থানান্তরিত করা হোল।

সার শঙ্করনাথের চেষ্টা ও তদ্বিরের জোরে সেই দুর্বৃত্ত জমিদার ধরা পড়লো। তদুসন্ধানের সূত্র ধরে অনাথ-আশ্রমের সেই বৃদ্ধ অধ্যাপকের সাহায্যে রঘুনাথের পরিচয় বেরিয়ে পড়লো। রঘুনাথ জানতে পারলে, সে পিতৃমাতৃহীন অনাথ নয়।

রঘুনাথ তা'র আচার্য্যের সঙ্গে ছুটে চলে গেল বর্দ্ধমানের আদালতে। যাবার সময় তার বস্তির বন্ধুদের আর অলকাকে বলে গেল যে তারা যেন রঘুনাথের জন্য অপেক্ষা করে; সে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবে। কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে তার ফেরা হোল না। বর্দ্ধমানে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর তাকে তখনও তার

বাপ-মার সঠিক সংবাদ দিতে পারলেন না। সেই সংবাদ পাবার জন্যে রঘুনাথকে বর্দ্ধমানেই অপেক্ষা কোরতে হোল।

এদিকে বস্তির বন্ধুরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে চলে গেল। বাকী রইল একা অলকা! সে সারা রাত্রি একা কাঁদলো, তারপর তার মনে হোলো রঘুনাথ বড়লোকের ছেলে, হয়ত রাগ করে এই বস্তিতে এসেছিল, বাপ-মা আজ ডেকে পাঠিয়েছেন তাই হয় ত' ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছে। অলকা অনুভব কোরলে সে আজ নিতান্তই নিঃসঙ্গ। জীবনে চলার পথে—তা'র আজ কোন সঙ্গী, কোন অবলম্বন নেই।

এদিকে খবরের কাগজে সংবাদ বের হোল, বর্দ্ধমানের আদালতে বাপ-মা হারানো ছেলে আঠার বছর বাদে ফিরে এসেছে। রমা ও রমেশ শুনলেন তাদের খোকা এখনও বেঁচে আছে। স্যার শঙ্করনাথ বর্দ্ধমানে 'তার' করলেন। জবাব এলো, রঘুনাথ সোজা পলাশপুর চলে গেছে।

রঘুনাথ সত্যই সোজা পলাশপুর রওনা হয়েছিল; কিন্তু অতদূর থেকে আসতে তার ট্রেণ ফেল হয়ে গেল। কিন্তু বেচারী জানতেও পারলে না সেই ট্রেণে তার বাপ-মা সোজা পলাশপুর রওনা হোয়েছেন।

ট্রেণ ফেল হ'ল—কিন্তু সেখানে ষ্টেশনের কাছেই পথের ধারে সে অলকাকে খুঁজে পেলো।

রমার সেই ভগ্ন-নীড়টুকু, স্যার শঙ্করনাথের অনুকম্পায় আবার নতুন শ্রী নিয়ে গড়ে উঠেছে।

রমা তার বাঞ্ছিতকে ফিরে পেলে। হারানো ছেলে তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো! এমন-কি সেই মতিচ্ছন্ন ছয়টি বেকার যুবকের অর্থহীন কল্পনাও আজ বাস্তবে পরিণত হোল!

তারা আজ সত্যিকারের স্বর্গধাম-সোপ-ফ্যাক্টরীর এক একজন অংশীদার।

সার শঙ্করনাথের জয়জয়কার!

নিয়তির পাশার ছকে আজ আবার নতুন কোরে দান পড়লো।

সোনার সংসারে আজ তাদের বিজয়ের পালা।

উদ্বোধন-গীতি

সোনার মানুষ গড়েছে ভাই সোনারই সংসার
আমি গাই যে তারি গান !
(কত) সোনার জীবন, ফুলের মত ফুটছে অনিবার
কত সোনার মত প্রাণ !
সুখের নীড়ে সোনার গেহে কতই প্রাণের আশা—
কতই স্বপন উঠছে গড়ে কতই ভালবাসা ;
ভগবানের স্বপ্নে গড়া মানুষ ভগবান,
আমি গাই যে তারি গান ;
ও সেই মানুষ ভগবান।

[এক]

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা সাগর॥
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি॥
ত্রাণ কর তুমি দেব এ সংসারে ঘোর।
জগতের পতি, ওগো পতি তুমি মোর॥

—ছায়া দেবী

[দুই]

বন্ধু, ওগো, রেলের গাড়ী মোদের তুমি পৌঁছে দাও,
গাঁয়ের ভিটায় স্নেহের দেশে মায়ের কোলে সেথায় নাও।
পথের দুধার সব্‌জে আছে সবুজ ধান আর আখের ক্ষেতে,
গাঁয়ের বধু তোমায় দেখে চম্‌কে উঠে জল্‌কে যেতে।
তোমার পথেই জেলে খুড়ো জাল শুকোতে বসেই সে রয়।
থামিয়ে তোমায় ঠান্‌দি বলে—আসছো তুমি নেই
কোন ভয়।
কল যেন নও মানুষ তুমি মানুষ ও ভাই রেলের গাড়ী,
পথের বাধা এড়িয়ে তুমি পৌঁছে দেবে সোনার বাড়ী—
(তুমি) মায়ের মতই দোলাও বুকে, আশার সুখে মন দোলাও

—রুদ্র ঘোষ

[তিন]

(ও মন) হাল ছেড়ে দে তারে—
(ও সে) ঝড় তুফানে বেয়ে তরী
লয়ে যাবে পারে।
ক্ষ্যাপা নদী ঢেউ তুলে হায়
কার সোনার কুঁড়ে ভাসিয়ে নে যায়।
কোথায় হায়রে হায়!
তা'র সাধের মালা পূজার ফুল রে
ভাস্‌লো অকূল পাথারে।

—বীরেন দাস

[চার]

শুনরে, শুনরে, শুনরে মানুষ ভাই—
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই,—

—কমলা (কবিতা)

[পাঁচ]

ও তোর পথের মাঝে অনেক বাধা
তবু তোর ভয় কিরে বল,
ও ভাই কাঁটার বনে করলে বসত্
তবেই প্রাণে ফুটবে কমল।

—কমলা (অভিনেত্রী)

[ছয়]

অন্ধকারের বাঁধন ভেঙ্গে
আলোর দেশে এগিয়ে চল্।
ও তোর পথের মাঝে অনেক বাধা
তবু তোর ভয় কিরে বল।

—সেকার (যুবকগণ)

[সাত]

নামের কথা শুনলে কানে
বুকে লাগে প্রেমের হাওয়া
ওগো মনের ঘরে সিঁদ কেটে সে—
করে আসা যাওয়া।

—রঞ্জিত রায় ও আয়ুষী

[আট]

ওগো মনের ঘরে সিঁদ কেটে সে করে আসা যাওয়া
তার নামের কথা শুনলে কানে বুকে লাগে প্রেমের হাওয়া ॥
চুরি করে পালিয়ে সে যায়
আড় নয়নে ফিরে সে চায়
(আমার) সব কিছু ভাই গুলিয়ে যে যায়—
(খুঁজে) উপায় যায় না পাওয়া।

—রঞ্জিত রায়

[নয়]

চোখে তুই আনিসনে জল।
দুঃখ সাধন মিথ্যে সে নয়, দুঃখ ভগবান,
তা'রি মাঝে পাবিরে তোর সুখেরই সন্ধান,
তোর আনন্দেরি ফল।
চোখে তুই আনিসনে জল।

[দশ]

সে দুটী নয়ন যুগল ভ্রমর—
(যেন) উড়িয়া আসতে চায়
যুবতীর চোখে সে আঁখি লাগিলে
হৃদয় হারায়ে যায়।

—কমলা

[এগার]

আমার প্রেমিক পাখী শোনাতে চায়
ভালবাসার গান;
বুকের মাঝে বিঁধিয়ে তার'ই
কালো চোখের বাণ!
আবার সেই বিষের জ্বালায় জ্বলে মরি,
জানিনা হায় কি যে করি,
দিন দুপুরে ঘুঘুর ডাকে
মন করে আনচান!

—রঞ্জিত রায়

[বারো]

রাজপুতানায় সোনার খনি
তাই ছিলেম ফাটায় বন্ধু খুড়ো!
কাকাতুয়ার টাক পড়েচে
তাই কাকের মাথায় গজায় চুড়ো!

রমেশ (জীবন গঙ্গোপাধ্যায়)

কাছিম গুলো উড়বে হাওয়ায়,
(শুনে) খেঁদি আমার নাকছাবি চায়।
(নইলে) ছারপোকাদের গুষ্টি বাড়ে—
আর ফোক্‌লা বলে খাবই মুড়ো।

রঞ্জিত রায়

[তের]

তারে তুই ভুলিস্ নারে !
দুখের ধ্যানে চিনলি যারে
তারে তুই ভুলিস্ নারে !

সে আসে আঘাত দিয়ে
সে আসে অন্ধকারে
তারে তুই ভুলিস্ নারে !

ও তুই করবি যদি ফুলের ফসল,
কাঁটার ঘায়ে ভয় কিরে বল ?
ও সে বজ্র হ'য়ে দিলেও দেখা—
ঝরবে শ্রাবণ রসের ধারে।

তা'রে তুই ভুলিস্ নারে !
যে পথে চলবে সে জন
ধুলায় মিশে হোসরে ধুলি
ওরে ফুলের মত গন্ধ দিয়ে
আপনারে তুই যাস্ রে ভুলি !

তারই প্রেমের আগুনে ভাই
ধূপের মত হোস্ যদি ছাই,
দেবার মত দিস্ যদি প্রাণ
তোরেই কিসে ভুলতে পারে ?

—ধীরাজ, বিনয়, কমলা, ও ছায়াদেবী

এবার মোরা বাঁধবো বাসা আনন্দেরই তীরে,
ওরে আনন্দেরই তীরে।
সেই ফুলের দেশে হাস্‌বো মোরা ফুলের হাসিরে ॥
সেই তো মোদের সোনার দেশে
স্বর্গ এসে ধূলায় মেশে,
সেথায় ভোরের আলোয় পাখীর গানে আনন্দ উছলে।
আনন্দ উছলে ওরে আনন্দ উছলে।

সেই দেশেতে যাত্রা মোদের চলে ॥
সে যেন রে ডাকে মোদের আয়, আয় রে আয়
সেথায় পরাণ খুলে ভালবাসার সোয়াদ জানা যায়,
তুলসী তলায় জ্বলে সেথায় সন্ধ্যা বাতিরে ॥

ছোটেরে মন হাওয়ার রথে
মন টেনেছে ঘরের পথে
লক্ষ্য পথে চলরে ও ভাই চলার সাথীরে।—
হেথা পথের বাধা নেইকো মোটে
(চলো) এ পথ বাহিরে
চল আনন্দেরই তীরে, ওরে আনন্দেরি তীরে ॥

সেথায় গোয়াল ভরা গরুরে ভাই গোলা ভরা ধান
গোলা ভরা ধান ও ভাই গোলা ভরা ধান—
সেথায় তৃষ্ণা মেটে নদীর জলে, জুড়ায় সবার প্রাণ।

এই অশথ্ বটের ছায়াতলে
রাখালিয়ার সুরটী দোলে গো—
দুঃখীজনের দুঃখ সেথায় মানুষ করে ত্রাণ
সেথায় থাকেন প্রেমিক ভগবান ॥

সেথায় গাইব রে গান পাখীর মত
হাসবো ফুলের হাসি,
সেথায় ভালবাসার বান ডেকেছে
যেন শুধুই ভালবাসি
সেথায় সবার মাঝে মিশিয়ে দেব
আমার আমিরে ॥

———

শ্রী তে মহাষষ্ঠী ২১শে অক্টোবর বুধবার হইতে

বাঙলার আবাল বৃদ্ধ বনিতার

চির আদরের

সরলা

বিভিন্ন ভূমিকায়

অহীন্দ্র চৌধুরী	প্রভা
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	মনোরমা
তারাপদ ভট্টাচার্য্য	সুশীলা
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়	অরুণা

প্রত্যহ তিন বার অভিনয়

= আধুনিক প্রণালীতে বিজ্ঞাপনের জন্য =

বি, নান

১৬।১ এ বিডন ষ্ট্রিট, কলিকাতা—ফোন বিবি, ৩২৩৪

সিনেমা শ্লাইডের অন্যতম এজেণ্ট
বাঙ্গলা ফিল্মের প্রোগ্রাম
ষ্টকিষ্ট

ডিজাইনার
ব্লক মেকার
প্রিণ্টার

শ্লাইড্ মেকার
এন্‌লার্জার
ফটোপ্রিণ্টর

কবিরাজ বৈদ্যনাথ শাঙ্খতীর্থের

সূর্য্য নারায়ন ট্রেড্ মার্কা

সুবাসিত ও বিশুদ্ধ

কাঁচা কৃষ্ণ তিল তৈল

এই তৈল ব্যবহারে বায়ু ও পিত্ত সমান রাখে, মাথা ঠাণ্ডা রাখে ও কেশ বর্দ্ধিত করে এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারন করে

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

এক শিশি তৈল কিনিলে একটী বাটী উপহার দেওয়া হয়

এ, সি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোঃ

৩৯, ক্যানিং ষ্ট্রীট (মুর্গীহাটা)

কলিকাতা